সমকাল

তারিখ 04 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

দিরাইয়ে সোয়া দুইশ' শিক্ষকের ঘুষ দিয়ে বেতন উত্তোলন!

■ দিরাই-শাল্লা প্রতিনিধি

নতুন কর্মস্থল রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৮৯ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন শহীদুল ইসলাম আজাদী। বিনা পারিশ্রমিকে কেটেছে পাঁচ বছর। ১৯৯৪ সাল থেকে মাসে বেতন পেতেন ৫০৬ টাকা। পরে এক হাজার, দেড় হাজার করে বেতন পান পাঁচ হাজার টাকা। ২০১৩ সালে জাতীয়করণের পর আট হাজারে উন্নীত হয় তার মাসিক বেতন। আশা ছিল, বকেয়া ১৫ মাসের বেতন একসঙ্গে পাবেন। দীর্ঘদিনের ঋণের বোঝা কিছুটা হলেও কমবে। দূর হবে অভাব-অনটন। কিন্তু একসঙ্গে ১৫ মাসের বেতন তার ভাগ্যে জোটেনি। অনেক দেনদরবার করে দু'বারে ৬ মাসের বেতন পেলেও ট্রেজারি অফিসে দেওয়ার জন্য ঘুষের ভাগের টাকা ব্যাংকে থাকা অবস্থায়ই দিতে হয়েছে। শুধু তিনিই নন, তার মতো ৬২ স্কুলের সোয়া ২শ' শিক্ষককেই গুনতে হয়েছে ঘুষের টাকা।

নরায়ণকুড়ি স্কুলের শিক্ষক লাকী আক্তার বলেন, আমাদের জানানো হয়েছে, ৩ লাখ টাকা না দিলে ট্রেজারি অফিস থেকে বেতন ছাড় দেওয়া হবে না। বেতন পাওয়ার জন্য আমরা সব শিক্ষক মিলে শিক্ষক নেতা অপূর্ব কুমার দাস, অসীম রায়, সুদীপ্ত দাস ও শান্তিপ্রিয় দাসের কাছে টাকা দিয়েছি। এ ব্যাপারে অপূর্ব কুমার দাস বলেন, শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা উত্তোলনের বিষয়টি আমার জানা নেই। সব শিক্ষকের মতামত নিয়ে ৬ সদস্যের কমিটি হয়েছে বেতন-ভাতা উত্তোলনে সহায়তা করার জন্য। একই বক্তব্য কমিটির আরেক সদস্য অসীম রায়েরও। রত্নারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রতিশ দাস বলেন, সব শিক্ষকের অংশ গ্রহণে ৬ সদস্যের কমিটির মাধ্যমে টাকা দিয়েছি আমাদের বকেয়া বেতন-ভাতা দ্রুত পাওয়ার জন্য। এ নিয়ে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। কমিটির সদস্য চন্দ্রপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ্ত দাস বলেন, শিক্ষা ও ট্রেজারি অফিসে টাকা না দিলে বকেয়া বেতন ছাড় দেওয়া হবে না নিশ্চিত হয়েই সাধারণ শিক্ষকরা টাকা দিয়েছেন। আমি কোনো টাকা কারও কাছ থেকে নিইনি।

শিক্ষক নেতা আবদুর রউফ বলেন, আমাকেও ওই কমিটিতে রাখা হয়েছিল। সাধারণ শিক্ষকদের জিম্মি করে টাকা উত্তোলন নিয়ে কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মনোমালিন্য দেখা দেওয়ায় আমাকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হয়। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জয়নাল আবেদিনের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার সহকারী ফারুক আহমদ বলেন, শিক্ষকদের বেতন ছাড়ের জন্য ট্রেজারি অফিসে টাকা দিতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।